করিলেন। আর আমরা তাহার মহিমা দেখিলাম যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা। (যোহন ১ঃ১,৩,১৪) আর তিনি যীশু নাম নিয়ে আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন। আর তার জন্ম এক কুমারী মেয়ের থেকে হয়েছিল, কেননা পরমেশ্বর কখনও পাপী পুরুষের বীজ থেকে জন্ম নেন না। কেননা কেউ ধার্মিক হয় নাই এক জনও নাই (রোমিয় ৩ঃ১০) কিন্তু যেমন ভবিষৎ বাণী হয়েছিল যে পাপ থেকে মুক্তি পরমেশ্বরের রক্ত দ্বারা, এই জন্য লোক তাহাকে ক্রুশের শাস্তি দিয়েছিল।

আমরা খারাপ চিন্তা করি, তাই তাঁর মাথায় কাটার মুকুট পরানো হয়েছিল।

আমরা খারাপ কাজ করি, তাই তাঁর হাতে পেরেক মারা হয়েছিল, আমরা খারাপ কাজ করতে যাই তাই তাহার পায়ে পেরেক মারা হয়েছিল। তিনি আমাদের সব দোষের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তৃতীয় দিন মৃত্যুকে জয় করে এমনকি চল্লিশ দিন পৃথিবীতে ছিলেন আর তারপর তাকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

যীশু খ্রীষ্ট আজও জীবিত আছেন। তিনি এই সংসারে শেষে আবার আসবেন। সাবধান!!! কেননা যীশুখ্রীষ্টের নামে কেউ কেউ বলবে আমি যীশুখ্রীষ্ট আর ধোকা দেবে, কিন্তু মনে রেখো এইবার যখন যীশুখ্রীষ্ট আসবেন তখন তিনি আমাদের পাপ থেকে ক্ষমা করতে আসবেন না বরং ন্যায় করতে আসবেন। সেই দিনটা কেউ জানে না। সারা সংসার তাকে ঘন বাদলের মধ্যে আসতে দেখবে। সেই দিন লোক তাদের পাপের মধ্যে মগ্ন থাকবে। সেইদিন সূর্য, চাঁদ, তারা সব ভয়ংকর গর্জনের সাথে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। তখন মৃতরা বেঁচে উঠবে আর তাদের কে ন্যায় সিংহাসনের সামনে দাঁড়করানো হবে। তাতে ধনী হউক বা গরীব, ছোট হউক বা বড় সবার ন্যায় তাহার কাজের অনুসারে হবে। সেদিন তাহাদের সোনা, রূপা বা ধন সম্পত্তি কিছুই কাজে আসবে না। যাদের নাম জীবন পুস্তকে পাওয়া যাবে না তাদেরকে আগুনের হ্রদে সর্বদার জন্য ঠেলে দেওয়া হবে। এই জন্য পরমেশ্বরকে ভয় করো যিনি আত্মা ও শরীর দুটোকেই নরকে বিনাশ করতে পারেন। কিন্তু যারা পৃথিবীতে থাকার সময় যীশুকে বিশ্বাস করতেন তাদেরকে আপন বিশ্বাসের দ্বারা পবিত্র মানা হয়েছিল আর তারা পরমেশ্বরের সাথে থাকবেন। তারপর না মৃত্যু, বিলাপ রোগ কিছুই থাকবে না, সব নতুন হবে।

বচনে বলা হয়, তখন যদি আমার প্রজাগন যারা আমার সন্তান বলে এক মনে প্রার্থনা করে আর আমার দর্শনের খোজে নিজের খারাপ পথ থেকে ফেরে তাহলে আমি স্বর্গ থেকে শুনে তাদের পাপ ক্ষমা করব আর তাদের দেশকে যেমন ছিল তেমন করে দেব। (বংসাবলী ৭ঃ১৪)

প্রিয় পাঠকেরা আমার এবং আপনার জন্ম নেবার আগে কিছু লেখা হয় নি, কিন্তু যিনি ক্রুশে আমাদের পাপের জন্য মারা গেছেন, আর তৃতীয় দিন বেঁচে উঠেছেন, পৃথিবী উৎপত্তির প্রথমে আর তাঁহার বলিদান পর্যন্ত সবপুস্তকে লেখা হয়েছিল। মনে রেখো আমাদের মনে হয় আমরাই নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করি, কিন্তু পরমেশ্বর বলেন "আজই চিহ্নিত কর যে তুমি কার সেবা করবে" ? কেবল পরমেশ্বরের কাছে জীবন মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণ আছে। মৃত্যুর পর আপনার আত্মা স্বর্গে বা নরকে যাবে। নরক এক এমন ভয়াবহ স্থান যেখানে অসহ্য যন্ত্রনা অর্থাৎ অনন্ত দুঃখ আছে। আত্মা সর্বদা জীবিত থাকে। যিনি ভাবেন নরক পথিবীতে আছে তিনি ঠিকই ভাবেন। নরক পৃথিবীর ভিতরে, তার কেন্দ্রতেই আছে। সেখানে কোন দয়া আর বিশ্রাম নেই।

মনে রেখো প্রেম সবথেকে গুরুত্ব পূর্ণ। একে অপরকে সবসময় ক্ষমা কর। যদি আপনি সত্যকে না মানেন আর জীবিত পরমেশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশের উপর বলিদানকে তুচ্ছ মেনে নেন তো আপনার ভাগ ও সেই হ্রদে হবে। আজ আপনি সুযোগ পেয়েছেন। ধ্যান দিয়ে শুনবেন নরক শয়তান এবং তার প্রজাদের জন্য বানানো হয়েছে। কিন্তু শয়তান লোককে ধোকা দেয় যাতে তারা তার পেছনে চলে। শয়তান, পরমেশ্বরের রূপ নিয়ে পরমেশ্বরের বচন বলে, পরমেশ্বরের মন্দিরে বসে লোককে ধোকা দেয়। (পরমেশ্বরের মন্দির আমাদের মন)।

বচনে বলা হয়, "আমি সদা প্রভু অন্তঃ করণের অনুসন্ধান করি, আমি মর্মে পরীক্ষা করি, আমি প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন আপন আচরণ অনুসারে আপন আপন কর্মের ফল দিয়ে থাকি" । (যিরমিয় ১৭ঃ১০)

এই জন্য ব্যাভিচার কোরো না। নেশার জিনিস অথবা সেক্স নামক জিনিস থেকে দুরে থাকুন। যদি আপনি যীশুর কাছে এসে মদ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রার্থনা করেন তবে যীশু আপনার সহায়তা করবেন।

"এই সংসারে যা কিছু আছে সব নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু আমার বচন কখনও নষ্ট হবে না, আমি আজ, কাল আর যুগযুগ ধরে একই আছি" ।(ইব্রীয় ১৩ঃ৮)

প্রিয় পাঠকেরা, এই কথা সুনিশ্চিত করে নিন যে আপনার নাম জীবন পুস্তকে লেখা আছে, শয়তান চায় যে সে আমাদের ধোকা দিয়ে অনন্ত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে কিন্তু যখন আমরা প্রভুযীশুকে পরমেশ্বরের পুত্র ও পাপের উদ্ধার কর্তা মেনে মনে বিশ্বাস করি তখন আমাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা হয়ে যায়, পাপের জন্য সবার নাম মৃত্যুর পুস্তকে লেখা হয়। কিন্তু যীশুকে বিশ্বাস করবার পর আমাদের নাম মৃত্যু পুস্তক থেকে কেটে জীবন পুস্তকে লেখা হয়।

আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রান নাই কেন না আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে।(প্রেরিত ৪ঃ১২) স্বর্গের রাস্তা সব লোকের জন্য একই, `আর সেই রাস্তা স্বর্গ থেকে তৈরী হয়ে পৃথিবীতে এসেছে। যীশু বলিলেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য ও জীবন, আমাদিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আসে না।" (যোহন ১৪ঃ৬) পরমেশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য নতুন জন্ম নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যে নতুন জন্ম নেয়নি অর্থাৎ যে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুতে জীবিত হওয়ার সত্যতা তথা তাকে আপনার ব্যক্তিগত জীবনের উদ্ধারকর্তার সত্যতা যে স্বীকার করে না সে সোজা নরকে চলে যাবে। বচনে বলা হয়, "কারণ তুমি যদি মুখে যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর এবং হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাহাকে মৃতগনের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে।" (রোমীয় ১০ঃ৯)

নরকের দৃশ্য বড়ই ভয়াবহ। কেননা সেখানে আত্মাদের কষ্ট দেওয়া হয়। আর এই আত্মারা সবকিছু অনুভব করে যখন পৃথিবীতে শরীরের মধ্যে জীবিত থাকে। পরমেশ্বর আত্মা আর এই ঈশ্বরকে আত্মাও সত্যের সাথে আরাধন